দ্য স্মাইল দ্যাট লুজেস

সম্প্রতি আমার বন্ধু জর্জের সাথে বিয়ারের (এটা তার বিয়ার ; আমি তো চালিয়ে যাচ্ছি আদা মেশান মদ) আসরে কথা বলছিলাম তো, এক সময় বললাম, 'কি, তোমার ইমপ্লেটের আজকাল খবর কী ?'

জর্জ আমাকে জানিয়েছে, দুই সেন্টিমিটার লম্বা আজ্ঞাবহ একটা ভূত আছে তার কাছে। আমি কখনো তাকে স্বীকার করাতে পারিনি যে, মিথ্যে বলছে সে। অন্যেরাও পারেনি।

এক ধরনের আর্তি নিয়ে আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল জর্জ, তারপর বলল, 'ও, হ্যাঁ, তুমি তো জান ব্যাপারটা। আশা করি, আর কাউকে বলোনি!'

'এক বর্ণও না', বললাম আমি। 'তুমি যা বলেছ, সেটা আমার মনে এই ধারণা দেয়ার জন্যে যথেষ্ট যে, মাথাটা বিগড়ে গেছে তোমার। এখন অন্যকে তোমার ব্যাপারে আমার মতো একই ধারণা দেয়ার কোনো প্রয়োজন দেখি না।' (তাছাড়া এই ভূত সম্পর্কে অন্তত আট ডজন লোককে বলেছে সে, আমার নিজের যা জ্ঞানগম্যি, তাতে অন্যের কাছে নিজেকে হঠকারী সাজানোর কোনো প্রয়োজন নেই।)

জর্জ বলল, 'তোমার মতো এমন বিচ্ছিরি স্বভাব নেই আমার– যে জিনিসটা বুঝতে পারি না সেটা অমনি বিশ্বাস করে ফেলব। আর যে কোনো জিনিস খুব বেশি বুঝতেও পার না তুমি। এক পাউন্ড প্লুটোনিয়ামের মূল্যও হবে না তোমার এই অনুধাবন ক্ষমতা। আর যদি আমার এই ভূতটা কখনো বুঝতে পারে তুমি তাকে অবজ্ঞা করে ইমপ্লেট ডাকছ, তাহলে তোমার এই স্বল্পবুদ্ধির মূল্যটা বাকিই বা থাকবে কি, প্লুটোনিয়ামের কণা পরিমাণ মূল্যের সমানও আর থাকবে না তখন।'

www.banglainternet.com

'আচ্ছা, তার আসল নামটা বের করতে পেরেছ ?' এই ভয়ঙ্কর শাসানিতে অবিচল থেকে জানতে চাইলাম।

'পারিনি! পৃথিবীর কোনো মানুষের ঠোঁটে সে নাম উচ্চারণ করার মতো নয়। আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা বুঝেছি, তাতে তার নামের ভাষান্তরটা হবে এ রকম, "আমি হচ্ছি রাজার রাজা, আমার কাজগুলোকে ঘৃণা করো, হে শক্তিমান, এবং হতাশ হও।" — এটা অবশ্যই একটা মিথ্যা', বলল জর্জ, খুব মুড নিয়ে তাকাল নিজের বিয়ারের দিকে। 'নিজের জগতে সে ছোট্ট গোল আলুর মতো। এ জন্যে আমাদের এখানে এত সহযোগিতাপূর্ণ। ওদের তুলনায় আমাদের টেকনোলজি অনেক পিছিয়ে থাকায় এখানে জারিজুরি দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে সে।'

'তা—ইদানীং কিছু দেখিয়েছ নাকি ?'

'হ্যাঁ, বলতে গেলে তাই', বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জর্জ, তার ঠাণ্ডা নীল চোখ দুটো স্থির হল আমার ওপর। ঝড়ো নিশ্বাসের গতি কমে এলে শান্ত হল ঘন গোঁফ জোড়া।

ঘটনার শুরু রোজি ও' ডানেলের সাথে (জর্জের বক্তব্য), আমার এক ভাইঝি'র বান্ধবী সে।

মেয়েটার চোখ দুটো নীল, ঠিক আমার চোখ দুটোর মতোই উজ্জ্বল ; পিঙ্গল-রঙা লম্বা চুলগুলো বেশ চকচকে ; উচ্ছ্বাসে ভরা ছোট নাক, রোমান্সের কাহিনীকাররা যে ধরনের বর্ণনা দিয়ে থাকেন, সে রকম ছোট ছোট ফুটকি রয়েছে নাকে ; সুন্দর গ্রীবা ; ছিপছিপে গড়ন, তাই বলে বেঢপ নয় শরীর, বরং আরো আকর্ষণীয়।

রোজির রূপ সৌন্দর্য অবশ্যই আকর্ষণ করে আমাকে, যেহেতু কয়েক বছর আগে থেকেই স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করে আসছি, পূর্ণবয়স্ক হয়েছি, এবং এখন মেয়েদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেলে মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় উষ্ণ সান্নিধ্যের ব্যাপারটি ঘটে।

রোজির ব্যাপারটা হচ্ছে—সম্প্রতি বিয়ে করেছে সে। তাছাড়া আরেকটা কারণ তার দিকে আমার ঝুঁকে পড়ার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হচ্ছে রোজির বিশালদেহী আইরিশম্যান স্বামী। নিজের পেশিবহুল ধড়টা ঢেকে ঢাকার কোনো তাগিদ নেই তার, তাছাড়া দেখে মনে হয় মেজাজটাও খুব চড়া। আগের দিন হলে লোকটাকে ঠিকই কবজা করে ফেলতাম।

www.banglainternet.com

মূলত স্বামীর কারণেই হাত বাড়াই না রোজির দিকে, মিশি গিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের সাথে। তাতে আমাকে ভুল বোঝে রোজি। কী করব, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিই। আমাকে রোজি আসলে তার মেয়েলি বিশ্বাসের একটা বিষয় হিসেবে নিয়েছে।

আমি দোষ দিই না তাকে। আমার যে স্বাভাবিক চালচলন, বাস্তবে তাতে অবশ্যম্ভাবীভাবে কোনো রোমান সম্রাটের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, যা সহজাত গুণেই সুন্দরী তরুণীদের আকৃষ্ট করে থাকে। এরপরেও, ব্যাপারটাকে বেশিদূর গড়াতে দিইনি আমি। সব সময় রোজিকে বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে থাকি, তার আর আমার মাঝে প্রচুর দূরত্ব রয়েছে। আমি এমন কোনো রটনার জন্ম দিতে চাই না, যা ফুলেফেঁপে অনেক বড় হয়ে যাবে এবং সেটা বদমেজাজি কেভিন ও' ডানেলের আক্রোশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

'ও, জর্জ', একদিন বলল রোজি, হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে, 'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, আমার কেভিন আমার কাছে কতটা প্রিয়, আর আমাকে কতটা সুখী করে রেখেছে। জান কী করে ও?'

'আমি বুঝতে পারছি না', বললাম সাবধানে, স্থূল কোনো গোপন ব্যাপার আশা করছি তার মুখে। 'সেটা তোমার বলা উচিত—'

আমার কথায় কান দিল না রোজি। বলল, 'চারপাশে সবকিছু যখন ঠিকঠাক থাকে, সুখী পরিবেশ থাকে, তখন বিশেষভাবে নাক কুঁচকে চোখ পিটপিট করে ও, মুখে থাকে উজ্জ্বল হাসি। তখন মনে হয় যেন সোনালি রোদে হাসছে সমস্ত পৃথিবী। আহ্, ওর ওই চেহারায় একটা ছবি যদি থাকত আমার কাছে! আমি চেষ্টা করেছি ওর ওই মুহূর্তের একটা ছবি নিতে, কিন্তু কখনো ঠিকভাবে আসেনি।'

আমি বললাম, 'ছবি দিয়ে কী দরকার, সত্যিকারের মানুষটি নিয়ে তুষ্ট থাকছ না কেন?'

'ও, এ কথা বলছ!' দ্বিধা ফুটে উঠল তার কণ্ঠে, আরক্ত হল গাল, তার চেহারার এই সলাজ আভাটাই সবচে' ভালো লাগে। রোজি বলল, 'আসলে ওর চেহারাটা ও রকম থাকে না সব সময়। এয়ারপোর্টে খুব কঠিন কাজ করতে হয় ওকে, মাঝেমধ্যে খানিকটা মুখ গোমড়া করে কাজ থেকে ফেরে ও, এবং আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। ওর আসল চেহারার কোনো ছবি যদি থাকত আমার সাথে, বড় শান্তি পেতাম মনে—এক ধরনের স্বস্তি আর কি।'

www.banglainternet.com

রোজির নীল চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল টলমল অশ্রুতে।

আমি অবশ্যই স্বীকার করছি, সে সময় সামান্য একটু আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল আমার ভেতর, খাঁটি আবেগ। ভাবলাম অ্যাজাজেলের কথা (এনামেই আমার ভূতটাকে ডাকি আমি, তার দুর্বোধ্য বর্ণনায় ভাষান্তর থেকে যে নাম পেয়েছি– সে নামে ডাকি না) বলি তাকে, ব্যাখ্যা করে বোঝাই এই ভূতটা কী করতে পারে তার জন্যে।

তবে ভেতরে ভেতরে সাবধান হয়ে গেলাম—কারণ আমার ক্ষীণতম ধারণাও নেই, কে কখন কোন্ কৌশলে জেনে নেবে ভূতটার খোঁজ।

তাছাড়া আমি তো কঠিন প্রকৃতির মানুষ, বাস্তবতাকে মেনে চলি, অর্থহীন অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয়ার চেয়ে আবেগকে বশ করা আমার জন্যে সহজ। আমি স্বীকার করি, আমার এই কঠিন হৃদয়ে খানিকটা সহানুভূতি রয়েছে অসাধারণ সুন্দরী মিষ্টি তরুণীদের জন্যে—তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা মর্যাদাপূর্ণ একজন মুরব্বি হিসেবে। আমার কাছে মনে হল, অ্যাজাজেলের কথা সরাসরি না বলে সুকৌশলে রোজিকে বলতে পারব, তার জন্যে কী করা যায় এখন। অবশ্যই আমাকে অবিশ্বাস করবে না সে, কারণ আমি এমন এক মানুষ—যার কথা তোমার মতো মানসিক রোগী ছাড়া অন্য সবাই বিশ্বাস করে।

ব্যাপারটা চাপিয়ে দিলাম অ্যাজাজেলের ওপর। একটুও খুশি হল না আমার এ কাজে। বলল, 'বিমূর্ত ছবি চাইছেন আপনি?'

আমি বললাম, 'মোটেও না। সাধারণ একটা ছবি চাইছি। এ ব্যাপারে যা কিছু করার সব করতে হবে তোমাকে।'

'ও, তাহলে সবকিছু করতে হবে আমাকে? কাজটা যদি এতই সহজ হয়ে থাকে, তাহলে আপনি করুন। আমার বিশ্বাস, ম্যাস-এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স-এর বৈশিষ্ট্য আপনি বোঝেন।'

'আমি শুধু ছবি চাই একটা।'

'হ্যাঁ, এমন এক ছবি চাইছেন—যার কোনো সংজ্ঞা বা বর্ণনা দিতে পারছেন না।'

'লোকটা তার বউয়ের দিকে বিশেষ যে ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে, আমার দিকে কখনো তাকায়নি সেভাবে, কাজেই তার অভিব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমার অপরিসীম আস্থা রয়েছে তোমার ক্ষমতার ওপর।'

www.banglainternet.com

আশা করেছিলাম স্তুতি শুনে গলে যাবে ভূতটা, কিন্তু সে গোমড়া মুখে বলল, 'আপনাকে তার ছবি তুলতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো তার সেই ছবি তুলতে পারব না।'

'আপনাকে হুবহু সে রকম চেহারার ছবি তুলতে হবে না। আমি যত্ন নেব সেটার, ছবি থাকলে ঘষে মেজে ঠিক করে দেব। এমনকি একদম অযোগ্য ছবি হলেও চলবে, যে ছবিটা আশা করছি আপনার কাছে। আর শুধুমাত্র একটা ছবিই ঠিক করে দেব, এরচে' বেশি পারব না। আপনার বা আপনার মতো মাথা মোটা মানুষের জন্যে কষ্ট করে ব্যথা ধরাতে পারব না আমার পেশিগুলোতে।'

ও, হ্যাঁ, ভূতটা বেশি মাত্রায় খেয়ালি। আমার ধারণা, সে এ ধরনের আচরণ করে নিজের গুরুত্বটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে।

পরের রোববারে ও'ডানেল দম্পতির সাথে দেখা করলাম আমি। রোববারের বিশেষ সাজে আমাকে একটা ছবি তুলতে দিল তারা। রোজিকে বেশ হাসিখুশি দেখাল এবং কেভিনকে মনে হল যেন সামান্য বিরক্ত। এরপর, স্রেফ যতটা দক্ষতার সাথে নেয়া সম্ভব, কেভিনের মাথার একটা ছবি তুলে নিলাম। কেভিনের যে অভিব্যক্তিতে রোজি মাধুর্য খুঁজে পেয়েছিল, সে রকম হাসি বা টোল কিংবা কুঞ্চন কোনো ভাবেই ফুটিয়ে তোলা গেল না লোকটার গোমড়া চেহারায়। তবে এসব কোনো সমস্যা বলে মনে হল না। এমনকি আমি নিশ্চিত এই ক্যামেরাটা ঠিকমতো ফোকাস করেছিল কি না। আর যাই হোক, আমি তো আর বড় ফটোগ্রাফার কেউ নই।

তারপর গেলাম আমার এক বন্ধুর কাছে, ফটোগ্রাফিতে যে অত্যন্ত সুদক্ষ। স্ন্যাপ দুটো ডেভেলপ করল সে, মাথার ছবিটা এনলার্জ করল আট বাই এগারো সাইজে।

কাজ করার সময় কোনো ফুর্তি দেখলাম না বন্ধুর মাঝে। বরং গজগজ করতে লাগল তার ব্যস্ততার মাঝে কাজ চাপিয়ে দেয়ায়। আমি পাত্তা দিলাম না তাকে। আমার কাজ দিয়ে দরকার, বন্ধুর প্যানপ্যানানিতে কি আসে যায়? আমি অবাক হয়ে যাই, অনেক লোকই বোঝে না এটা।

ছবির কাজ শেষ হওয়ার পর সম্পূর্ণ বদলে গেল বন্ধুর মনোভাব। কেভিনের ছবিটার দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে আবার বলে বস না, এই ছবিটা তুমি তুলেছ।'

www.banglainternet.com

'কেন বলব না?' ছবিটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালাম আমি, কিন্তু কোনো নড়াচড়া নেই বন্ধুর।

'আরো কপি চাও তুমি?' বলল সে।

'না, চাই না', বললাম আমি, ছবিটা দেখার জন্যে উঁকি দিলাম বন্ধুর কাঁধের ওপর দিয়ে। ঝকঝকে উজ্জ্বল রঙের দেখার মতো একটা ছবি বটে। হাসছে কেভিন ও'ডানেল, যদিও ছবিটা তোলার সময় এ রকম হাসি ছিল বলে মনে পড়ে না। সুন্দর এবং হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে, অথচ এরচে' অনেক নীরস ছবি তুলেছি আমি। এমন হতে পারে, হয়তোবা কোনো পুরুষের প্রতি মেয়েদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অন্য কোনো পুরুষের চেয়ে প্রবল। এ জন্যে কেভিনের মাঝে রোজি যা দেখেছে, আমি তা দেখিনি।

বন্ধুটি বলল, 'শুধু আরেকটা কপি হবে ছবির—আমার জন্যে।'

'না', দৃঢ়কণ্ঠে বললাম আমি, ছবিটা নিয়ে তার হাত ধরে বললাম, 'নেগেটিভটা দিয়ে দাও, প্লিজ। অন্য ছবিটা রেখে দিতে পার তুমি—দূরের শটটা।'

'ওটা লাগবে না আমার', নাখোশ কণ্ঠে বলল সে। বেরিয়ে আসার সময় বিষণ্ন দেখাল তাকে।

ছবিটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখলাম, তারপর পিছিয়ে গেলাম ছবিটা ভালো করে দেখার জন্যে। সত্যিই, চোখে পড়ার মতো একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে আছে ছবিটার মাঝে। দারুণ একখান কাজ করেছে আজাজেল।

মনে মনে ভাবলাম, খুশি যা হবে না রোজি! তাকে ফোন করে বললাম আসব নাকি। জানা গেল শপিংয়ে যাচ্ছে সে, তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে।

রোজির কথামতো ঘণ্টাখানেক পর গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। গিফটের মতো ছবিটা র‍্যাপ করে নিলাম। কোনো কথা না বলে ছবির মোড়কটা দিলাম রোজির হাতে।

'ও মা!' সুতোর বাঁধ কেটে মোড়কটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল রোজি। 'এটা কী? কোনো সেলিব্রেশন, নাকি—'

এর মধ্যে মোড়ক থেকে বেরিয়ে এল ছবিটা। কথা হারিয়ে গেল রোজির। চোখ দুটো বিস্ফারিত হল তার, দ্রুত এবং ছোট হয়ে এল নিশ্বাস। শেষে ফিসফিস করে বলল, 'ও, আমার!'

www.banglainternet.com

চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল সে, 'গত রোববার এই ছবিটাই তুলেছিলে?'

মাথা নাড়লাম আমি।

'একদম ঠিক ছবিটাই তুলেছ। দারুণ লাগছে ওকে! এই চেহারার কথাই সেদিন বলেছি তোমাকে। আচ্ছা, ছবিটা কি রাখতে পারব আমি?'

'এটা তো তোমার জন্যেই এনেছি।'

আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল রোজি এবং কঠিন চুমু খেল ঠোঁটে। আমার মতো এক মানুষ, আবেগ-অনুভূতিকে যে প্রশ্রয় দেয় না, তার জন্যে এটা অবশ্যই একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। রোজির আবেগের ধকল সামলে ওঠার পর গোঁফের প্রান্ত মুছে নিলাম আমি, তবে বুঝতে পেরেছিলাম শরীরী আবেগ সামলাতে পারেনি বেচারি।

এ ঘটনার পর সপ্তাখানেক রোজির সাথে দেখা হয়নি আমার।

তারপর এক বিকেলে কসাইয়ের দোকানের বাইরে দেখা হয়ে গেল আমাদের। তাকে যদি এখন বাজারের ব্যাগটা বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব না দিই, অভদ্রতা হবে সেটা। স্বভাবতই এর অর্থ আরেকটা চুমু এবং সিদ্ধান্ত নিলাম, মেয়েটা যদি শেষে সে রকম কিছু চায়—ফিরিয়ে দেয়াটা নিষ্ঠুরতা হবে। রোজিকে কেমন বিমর্ষ দেখাল, কোনো কারণে মনখারাপ মেয়েটার।

'ছবিটা কেমন হয়েছে, বল তো?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। মনে হল এ প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'একেবারে নিখুঁত! আমার রেকর্ড প্লেয়ার স্ট্যান্ডের ওপর রেখে দিয়েছি ছবিটা, এমন অ্যাঙ্গেলে রেখেছি—ডাইনিং রুমের টেবিলে বসলে দিব্যি দেখা যায়। আমার দিকে একটু তেরছাভাবে স্থির থাকে তার চোখ দুটো, তার ওপর নাকটা কুঁচকে থাকায় এত দুষ্টু দুষ্টু লাগে ওকে। সত্যিই, ছবিতে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছে কেভিনকে। আমার ক'জন বন্ধু তো ওই ছবি থেকে সরাতেই পারে না চোখ। ভাবছি, বান্ধবীরা এলে ছবিটা লুকিয়ে রাখব কোথাও, নইলে চুরি করবে ওরা।'

'হ্যাঁ, ওরা চুরি করে নিয়ে যাবে তোমার কেভিনকে', রসিকতা করে বললাম আমি।

বিষণ্নতা ফিরে এল আবার। রোজি মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কিন্তু তা মনে করি না।'

www.banglainternet.com

আমি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, 'ছবিটা সম্পর্কে কেভিনের অনুভূতি কী ?'

'ওতো একটা কথাও বলেনি। একটা শব্দও না। কেভিন তো আসলে এসব উপলব্ধি করার মতো মানুষ নয়। ছবিটা তবু যদি একবার দেখত ও!'

'ছবিটা তুমিই বা তাকে দেখাচ্ছ না কেন, দেখিয়ে জানতে চাইছ না কেন অনুভূতি ?'

নীরব হয়ে গেল রোজি। শপিং ব্যাগের ভারী বোঝাটা নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে হাঁটতে লাগলাম তার পাশাপাশি। আধা ব্লক দূরে রোজির বাড়ি, বিনিময়ে একটু চুমু পেলে কষ্টটা সার্থক হবে তবু।

'আসলে', সহসা বলে উঠল সে। 'কাজ নিয়ে প্রচুর টেনশানে থাকে কেভিন, কাজেই ওকে ছবিটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার মতো ফুরসৎ মেলেনি। অনেক দেরিতে বাড়ি ফেরে ও এবং আমার সাথে কথাবার্তাও হয় কম। তুমি তো ভালো করেই জান, তোমরা পুরুষেরা কেমন।' হাসিতে একটু ঝঙ্কার তুলতে চাইল রোজি, কিন্তু পারল না।

রোজির অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিলাম তাকে। সে গভীর উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, 'তবে তোমাকে আবারও ধন্যবাদ, এবং বার বার ধন্যবাদ ছবিটার জন্যে।'

তারপর বাজারের ব্যাগটা নিয়ে অমনি চলে গেল রোজি। চুমু দেয়া দূরে থাক, নাম পর্যন্ত করল না। ব্যাপারটা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করল, যখন বাড়ি ফিরছি—অর্ধেক পথ পর্যন্ত ডুবে রইলাম এ চিন্তায়। নিজেকে কেমন বোকা বোকা মনে হল আমার।

প্রায় দিন দশেক পর এক সকালে আমাকে ফোন করল রোজি। অনুরোধ করল—তার সাথে লাঞ্চ করার সময় হবে কি না ? আমার দ্বিধা হতে লাগল, মনে হল যাওয়াটা সমীচীন হবে না। পাড়াপড়শিরা কী বলবে ? আমার দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা বললাম রোজিকে।

'আহ্, কী যে ছাই বল না', বলল সে। 'তুমি আমার এত ঘনিষ্ঠ—মানে, তুমি আমার এত পুরনো বন্ধু, পাড়াপড়শিরা কেউ কিছু বলবে না—তাছাড়া, তোমার কিছু পরামর্শ দরকার আমার।'

মনে হল যেন কান্নার দুরন্ত বেগ সামলাচ্ছে মেয়েটা।

সিদ্ধান্ত নিলাম, ঠিক আছে, ভদ্রতা রক্ষা করতে যাব না হয়।

www.banglainternet.com

লাঞ্চের সময় গেলাম তার রোদে ভরা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে। হ্যাম, চিজ স্যান্ডউইচ এবং অ্যাপল পাইয়ের ফালি দেখতে পেলাম ডাইনিং টেবিলে। রোজির কথা মতো কেভিনের সেই ছবিটা দেখলাম রেকর্ড প্লেয়ারের ওপর।

আমার সাথে হাত মেলাল রোজি, তবে চুমু দেয়ার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। অর্ধেক স্যান্ডউইচ খেয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম—কিছু বলে কি না রোজি। কিন্তু সে বলল না কিছু। তখন বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম এভাবে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করার কারণ সম্পর্কে, বিষণ্ন একটা ভারি পরিবেশ তার চারদিকে। বললাম, 'কেভিনকে নিয়ে কোনো সমস্যা?'

মোটামুটি নিশ্চিত হয়েই প্রশ্নটা করলাম।

মাথা নাড়ল রোজি এবং হঠাৎ ভেঙে পড়ল কান্নায়। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মৃদু চাপড় দিলাম তার হাতে, হাত বুলিয়ে দিলাম কাঁধে, মেয়েটা শেষে বলল, 'কেভিন চাকরি হারাতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'অবশ্যই চাকরি হারাবে না সে। কেন হারাবে?'

'হারাবে, কারণ ইদানীং বুনো হয়ে উঠেছে ও, এমনকি কাজে গিয়েও গোল বাধায়। অনেকদিন ধরে হাসে না কেভিন। আমাকে চুমু খায় না, কিংবা বলে না মিষ্টি মধুর কথা। ওর মিষ্টি কথা শেষ কবে শুনেছি, মনে পড়ে না। সব সময় সবার সাথে ঝগড়া করছে ও। আমাকে বলে না কী হয়েছে। এ নিয়ে কিছু বললে ভীষণ খেপে যায়। আমাদের এক বন্ধু, যে কেভিনের সাথে কাজ করে এয়ারপোর্টে, গতকাল ফোন করেছিল সে। বন্ধুটি বলেছে, কাজে গিয়ে কেভিন এমন মুখগোমড়া করে থাকে আর অসুখী ভাব দেখায়, কর্তাদের নজরে পড়েছে সেটা। আমি নিশ্চিত চাকরি হারাবে ও, কিন্তু আমার কী করার আছে এ ব্যাপারে?'

এর আগে রোজির সাথে শেষবার যখন দেখা হয় আমার, তখুনি আঁচ করেছিলাম এ রকম কিছু ঘটে যেতে পারে। আমি জানি, রোজিকে এখন সোজাসুজি সত্যি কথাটা বলতে হবে—গোল্লায় যাক অ্যাজাজেল। গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'রোজি—ছবিটা—'

'হ্যাঁ, আমি জানি', ছবিটা তুলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরল রোজি। 'এ ছবিটা ঠিক রেখেছে আমাকে। এটাই আসল কেভিন, আমি

www.banglainternet.com

সব সময় রেখে দেব ওকে, সারাক্ষণ, তাতে যাই ঘটুক না কেন— পরোয়া করি না।'

ফোঁপাতে শুরু করল রোজি।

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপারটা বড্ড কঠিন মনে হল আমার কাছে, বলার মতো কিছুই খুঁজে পেলাম না। কিন্তু কিছু একটা তো বলতে হবে, শেষে বললাম, 'তুমি বুঝতে পারছ না, রোজি। এই ছবিটাই হচ্ছে আসল সমস্যা। এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। ছবিতে কেভিনের এই হাসিখুশি ভাব এবং উচ্ছ্বাস অন্য কোথাও থেকে এসেছে। ঘঁষামাজা করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তোমার কাঙ্ক্ষিত কেভিনের চেহারা। বুঝতে পারছ না সেটা?'

রোজি কান্না থামিয়ে বলল, 'কিসের কথা বলছ তুমি? ক্যামেরা দিয়ে যে ছবি তোলা হবে, ফিল্মে তো হুবহু সে ছবিই আসবে।'

'হ্যাঁ, সাধারণ ছবিগুলোর ক্ষেত্রে তাই, কিন্তু ও ছবি–' থেমে গেলাম মাঝ পথে। অ্যাজাজাল কোনো জাদুর মাধ্যমে এ ছবির পরিবর্তন ঘটায়নি, কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজ করেছে এর ভেতর, কিন্তু সেটা ব্যাখ্যা করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই।

'তোমাকে বোঝাই ব্যাপারটা', রোজিকে বলল, 'ছবিটা যতক্ষণ ওখানে থাকবে, ততক্ষণ অসুখী থাকবে কেভিন। মনের ভেতর রাগ থাকবে, আর মেজাজ থাকবে খিটখিটে।'

'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই থাকবে ওখানে', ফ্রেমসহ ছবিটা দৃঢ়ভাবে জায়গামতো রাখল রোজি। 'আর এত সুন্দর একটা জিনিসের ব্যাপারে তুমি এমন উল্টোপাল্টা কথা বলছ কেন, এর মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না। যাই, তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসি।'

কফির জন্যে রান্নাঘরের দিকে এগোল রোজি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বড় বিক্ষিপ্ত বেচারির মন।

করার মতো একটা কাজই শুধু রয়েছে আমার। আমিই তো তুলেছি ছবি, অ্যাজাজেলের মাধ্যমে রহস্যময় কাণ্ড ঘটিয়ে বদলে দিয়েছি কেভিনের অভিব্যক্তি। কাজেই এ ছবির মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে থাকলে তার দায়দায়িত্ব আমার। ফ্রেমটা তার জায়গা থেকে তুলে নিলাম দ্রুত। যত্নের সাথে পেছনের আবরণ সরিয়ে বের করে নিলাম ছবি। তারপর ছিঁড়তে শুরু করলাম ওটা। দুই টুকরো—চার টুকরো— আট-ষোলো, তারপর টুকরোগুলোকে রেখে দিলাম আমার পকেটের ভেতর।

www.banglainternet.com

সবে মাত্র কাজ সেরেছি, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। ফোন ধরতে লিভিং রুমের দিকে ছুটে গেল রোজি। ফ্রেমের পেছনের আবরণটা আবার লাগিয়ে ফাঁকা ফ্রেমটা রেখে দিলাম যথাস্থানে।

রোজির কণ্ঠ কানে এল আমার, উত্তেজনায় কলকল করছে তার কণ্ঠ, উত্তেজনার মাঝে রয়েছে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

'ও, কেভিন', বলল রোজি। 'কী অবাক কাণ্ড! ওহ্, খুব খুশি হয়েছি আমি! কিন্তু তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন? আর কখনো এমনটি করবে না কিন্তু!'

ফোন সেরে ফিরে এল রোজি। তার সুন্দর মুখখানিতে খুশির দীপ্তি। আমাকে বলল, 'জান, কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেছে, কেভিন? প্রায় তিন সপ্তা ধরে কিডনিতে পাথর নিয়ে ভুগছিল ও। গোপনে ডাক্তার দেখিয়েছে, আর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে। পাছে আমি দুঃখ পাই, এই ভয়ে আমাকে জানায়নি কিছু। ইডিয়ট একটা! আহা, কী দুর্ভোগই না পোহাচ্ছে বেচারা। কিন্তু কেভিন কি একটিবারও ভেবে দেখল না, আমাকে না জানিয়ে আমার যে কষ্টটা ও লাঘব করেছে, এখন আরো বেশি কষ্ট পাচ্ছি ওর দুর্ভোগের কথা শুনে। আপনজনের সেবাশুশ্রূষা ছাড়া এভাবে কেউ বাইরে থাকে!'

'কিন্তু তোমার এত খুশি হওয়ার কারণটা কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'কারণ কিডনির পাথরটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই মাত্র পাথরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে ও, এবং প্রথমেই টেলিফোন করেছে আমাকে। ওর কথা শুনে ওকে খুব সুখী আর আনন্দিত মনে হচ্ছিল। ঠিক যেন আমার আগের কেভিন ফিরে এসেছে আমার কাছে। যেন ঠিক ছবির মানুষটার মতো হয়ে গেছে ও—'

কথা অসমাপ্ত রেখে হালকা একটা চিৎকার দিল রোজি, 'আরে—সেই ছবিটা গেল কই?'

ইতোমধ্যে আমি দাঁড়িয়ে গেছি, রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত। দ্রুত পা চালিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, 'ছবিটা ছিঁড়ে ফেলেছি আমি। এ জন্যেই তো পাথর থেকে উদ্ধার পেল সে। নইলে—'

'তুমি ছিঁড়ে ফেলেছ ছবিটা? তুমি—'

ততক্ষণে দরজার বাইরে চলে এসেছি। আমি আর কৃতজ্ঞতা আশা করছি না রোজির কাছে, নাগালে পেলে আমাকে নির্ঘাত খুন করবে

www.banglainternet.com

সে। এলিভেটরের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম নিচের দিকে। রোজির বিলাপপূর্ণ তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এসে বিঁধতে লাগল আমার।

বাড়ি ফিরে পুড়িয়ে ফেললাম ছবির টুকরোগুলো। এ ঘটনার পর রোজির সাথে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। শুনেছি, স্বামীর আদর-ভালোবাসা নিয়ে এখন বেশ সুখেই আছে রোজি। তবে তার সাত পৃষ্ঠার একটা চিঠি পেয়েছিলাম আমি। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা চিঠির কথাগুলো ছিল প্রায় অসংলগ্ন। তবে তার কথায় পরিষ্কার বোঝা গেছে, কিডনির পাথরই ছিল মূলত কেভিনের খিটখিটে মেজাজের কারণ। বাড়িতে কেভিনের সেই ছবিটার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রণা শুরু হয় তার, এবং পাথরটা সরিয়ে ফেলার পরপরই আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায় সে, তবে এটা নিছক কাকতালীয় ঘটনা। রোজির মতে তাই।

আক্রোশের বশে হটকারীর মতো যা খুশি তাই লিখে আমাকে গাল দিয়েছিল রোজি। আমাকে লেংড়া-লুলা করে দেয়ার হুমকিও ছিল চিঠিতে। এমন ভাষা রোজি প্রয়োগ করেছে আমাকে শাসাতে গিয়ে, আমি নিশ্চিত—এর আগে এ রকম ভাষা সে নিজেও শোনেনি।

এবং আমি টের পেয়েছি, জীবনে আর কখনো আমাকে চুমু খাবে না রোজি। কারণ হিসেবে যা খুঁজে পেয়েছি, সেটা অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে, হতাশাব্যঞ্জকও বটে।

অনুবাদ ঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

www.banglainternet.com